তীরে বেতসলতা জড়ানো গাছের তলায় সেই সুরতলীলার ব্যাপারে আমার মন উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।

(ল) এই উদাহরণটি সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়। এখানে বিভাবনা ও বিশেষোক্তিতে সন্দেহ সঙ্কর অলঙ্কারই প্রকাশ পেয়েছে।

বিবৃতি ঃ যদি হেতু ব্যতীত কার্যের উৎপত্তি বর্ণনা করা হয় তবে বিভাবনা অলংকার হবে। আর হেতু থাকলেও যদি কার্যের উৎপত্তি না হয় তবে বিশেষোক্তি অলংকার হবে। এইখানেও 'সা চৈবাস্মি' এ পর্যন্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য অনুৎকণ্ঠার কারণ সত্ত্বেও উৎকণ্ঠা থাকায় বিশেষোক্তি অথবা উক্ত বিষয়গুলির অভাবরূপ উৎকণ্ঠার কারণ না থাকলেও উৎকণ্ঠার উৎপত্তি হেতু বিভাবনা — এই সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে এবং দুটি অলংকারের মধ্যে সংকর উপস্থিত হওয়ায়, সন্দেহসংকর অলংকার হয়েছে এবং সেখানে অস্ফুট অলংকারের উদাহরণ হওয়া অসম্ভব।

অদোষং গুণবৎ কাব্যমলংকারৈরলংকৃতম্।
রসান্বিতং কবিঃ কূর্বন্ কীর্ত্তিং প্রীতিং চ বিন্দতি ॥ (শ)

ইত্যাদীনামপি কাব্যলক্ষণত্বমপাস্তম্। (ষ)

বঙ্গার্থ ঃ (শ) কবি দোষশূন্য, গুণযুক্ত অলংকার ভূষিত সরস কাব্য রচনা করে কীর্তি ও প্রীতি লাভ করে থাকেন।

(ষ) ইত্যাদি কাব্যলক্ষণত্ব খণ্ডিত হলো।

যত্তু ধ্বনিকারেণোক্তম্ — 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ' — ইতি। তৎ কিং বস্ত্বলংকাররসাদিলক্ষণস্ত্রিরূপো ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মা উত রসাদিরূপমাত্রো বা? তত্র নাদ্যঃ, প্রহেলিকাদাবতিব্যাপ্তেঃ। দ্বিতীয়শ্চেৎ ওমিতি ক্রমঃ। ননু যদি রসাদিরূপমাত্র এব ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মা, তদা — (স)

অত্তা এত্থ নিমজ্জই, এত্থ অহং দিঅসঅং পলোএহি।
মা পহিঅ! রত্তিঅংধিঅ! সজ্জাএ মহ ণিমজ্জহিসি ॥ (হ)

[সংস্কৃতম্ ঃ শ্বশ্রূ রত্র নিমজ্জতি, অত্রাহং, দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক! রাত্র্যন্ধক! শয্যায়াং মম নিমঙ্ক্ষ্যসি ॥ (হ)

বঙ্গার্থ ঃ (স) ধ্বনিকার বলেছেন, 'ধ্বনি কাব্যের আত্মা' এখানে বক্তব্য এই যে বস্তু, অলংকার ও রসাদি এই তিন পদার্থের ধ্বনিই কি কাব্যের আত্মা? অথবা কেবল রসাদি কাব্যের আত্মা? কিন্তু বস্তু, অলংকার ও রসাদি এই তিনটি কাব্যের আত্মা হতে পারে না। ঐরূপ লক্ষণ করলে প্রহেলিকায় কাব্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় অর্থাৎ — প্রহেলিকাও কাব্য নামে অভিহিত হবার যোগ্য হয়।

(স) [অলক্ষ্যে লক্ষণ গমন অতিব্যাপ্তি]। যদি রসই কাব্যের আত্মা হয় তবে আমরা স্বীকার করি।, যদি কেবল রসাদিই কাব্যের আত্মা হয়, তবে (হ) 'আত্তা এত্থ নিমজ্জই' ইত্যাদি অর্থাৎ শাশুড়ী এখানে ঘুমে আচ্ছন্ন থাকেন, আর আমি এখানে শুই, ওহে রাতকাণা পথিক দিনের বেলায় দেখে রাখো, রাত্রিতে যেন আমার বিছানায় শুতে এসো না।

ইত্যাদৌ বস্তুমাত্রস্য ব্যঙ্গ্যত্বে কথং কাব্যব্যবহার ইতি চেৎ? অত্রাপি রসাভাসবত্তয়ৈব ক্রমঃ। অন্যথা দেবদত্তো গ্রামং যাতি, ইতিবাক্যে তদ্‌ভৃত্যস্য তদনুসরণরূপব্যঙ্গ্যাবগতেরপি কাব্যত্বং স্যাৎ। অস্ত্বিতি চেৎ? ন। রসবত এব কাব্যত্বাঙ্গীকারাৎ। (ক্ষ)

বঙ্গার্থ ঃ (ক্ষ) এখানে কেবল বস্তুর ব্যঞ্জনা থাকায় এর কিভাবে কাব্যরূপে ব্যবহার হয়? তার উত্তরে বলা যায় যে, এস্থানেও রসাভাস আছে। অতএব এখানে রসাভাস থাকায় কাব্যত্ব স্বীকার করা যায়। ঐরূপ বিশেষ লক্ষণ (রসাভাস) ব্যতীত যদি ব্যঙ্গ্য মাত্রই কাব্য বলে স্বীকার করা যায় তবে "দেবদত্ত গ্রামে যাচ্ছে" এতে তার ভৃত্য পশ্চাৎ অনুসরণ করছে এই ব্যঙ্গ্যার্থের জন্য এরও কাব্যত্ব হোক। কিন্তু তা হয় না। কারণ সরস বাক্যকেই কাব্য বলে স্বীকার করা হয়েছে।

'কাব্যস্য প্রয়োজনং হি রসাস্বাদসুখপিণ্ডদানদ্বারেণ বেদশাস্ত্রবিমুখানাং সুকুমারমতীনাং রাজপুত্রপ্রভৃতীনাং বিনেয়ানাং রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যম্ ন রাবণাদিবদিত্যাদিকৃত্যাকৃত্যপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপদেশঃ" ইতি চিরন্তনৈরপ্যুক্তত্বাৎ। (ক)

বঙ্গার্থ ঃ (ক) রসাস্বাদের জন্য সুখাদি সৃষ্টি করে কঠোরবেদশাস্ত্রবিমুখ কোমলমতি রাজপুত্র প্রভৃতি ছাত্রদের রামাদির মত আচরণ করা উচিত, রাবণাদির মত নয়, এই কর্তব্য ও অকর্তব্যরূপ উপদেশ জ্ঞানই কাব্যের প্রয়োজন — ফল — এরকম প্রাচীনগণ বলেছেন।

তথা চাগ্নেয়পুরাণেঽপ্যুক্তম্ — "বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্," ইতি। ব্যক্তিবিবেককারেণাপ্যুক্তম্ — "কাব্যস্যাত্মনি অঙ্গিনি রসাদিরূপে ন কস্যচিদ্ বিমতিঃ" ইতি। ধ্বনিকারেণাপ্যুক্তম্ — "ন হি কবেরিতিবৃত্তমাত্রনির্বাহেনাত্মলাভ ইতিহাসাদেব তৎসিদ্ধেঃ" ইত্যাদি। (খ)

বঙ্গার্থ ঃ (খ) আগ্নেয়পুরাণেও বলা আছে — 'কাব্যে বাকচাতুর্য্য প্রধান হলেও রসই কাব্যের জীবন।' ব্যক্তি-বিবেককার মহিমভট্ট বলেছেন 'কাব্যের আত্মভূত স্থায়ী রসে কারও আপত্তি হয় না'। ধ্বনিকারও বলেছেন, 'কবি কেবল ইতিবৃত্ত লিখে কবি হতে পারেন না, ইতিহাস পুরাণ ইত্যাদি সৃষ্টি করেই কবি খ্যাতি লাভ করেন'।

ননু তর্হি প্রবন্ধান্তর্বর্ত্তিনাং কেষামপি নীরসানাং পদ্যানাং কাব্যত্বং ন স্যাদিতি চেৎ? ন ; রসবৎপদ্যান্তর্গত-নীরসপদানামিব পদ্যরসেন প্রবন্ধরসেনৈব তেষাং রসবত্তাঙ্গীকারাৎ। যত্তু নীরসেষ্বপি গুণাভিব্যঞ্জক-শব্দার্থ-সদ্ভাবাদ্দোষাভাবাদলংকার-সদ্ভাবাচ্চ কাব্যব্যবহারঃ, স রসাদিমৎকাব্যবন্ধসাম্যাদ্ গৌণ এব। (গ)

বঙ্গার্থ ঃ (গ) যদি বলা হয়, কোনও প্রবন্ধের অন্তর্গত নীরস পদ্যগুলি কাব্য হতে পারেনা। যেহেতু রসই কাব্যের জীবন। রসাভাবে কাব্যের সঞ্জীবতা কোথায়? কিন্তু তা বলা যায় না, কারণ সরস পদ্যের নীরস পদগুলি যেমন পদ্যের রসবান অংশগুলির রসবত্তা বুঝিয়ে দেয়, সেরূপ প্রবন্ধরসেও নীরস পদ্যগুলির রসবত্তা স্বীকার করা হয়। নিরস অংশগুলিতেও গুণের ব্যঞ্জনা, শব্দার্থের প্রয়োগ, দোষাভাব ও অলংকারের প্রয়োগ প্রভৃতি যে কাব্যত্বের ব্যবহার তা মুখ্য নয়, সরস কাব্যবন্ধ অর্থাৎ — কাব্য রচনার সাম্যবশতঃ গৌণ।

যত্তু বামনেনোক্তং — ‘রীতিরাত্মা কাব্যস্য" — ইতি, তন্ন, রীতেঃ সংঘটনা-বিশেষত্বাৎ।

সংঘটনায়াশ্চ অবয়বসংস্থানরূপত্বাৎ, আত্মনশ্চ তদ্ভিন্নত্বাৎ। (ঘ)

বঙ্গার্থ ঃ (ঘ) অলংকারসূত্রকার শ্রীবামনাচার্য বলেন "রীতিই কাব্যের আত্মা", তা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ পূর্বেই বিশদভাবে বলা হয়েছে যে রীতি (কাব্যের) সংস্থান অর্থাৎ — রচনারূপ মাত্র।

সংঘটনা বলতে শরীরসংস্থান বা অঙ্গ বিন্যাস বুঝান হয়েছে। আত্মার থেকে শরীর ভিন্ন।

যত্তু ধ্বনিকারেনোক্তম্ —

"অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মা যো ব্যবস্থিতঃ।
বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ ॥ (ঙ)

তত্র বাচ্যস্যাত্মত্বং "কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ" ইতি স্ববচনবিরোধাদেবাপাস্তম্। (চ)

বঙ্গার্থ ঃ (ঙ) ধ্বনিকার (আনন্দবর্ধন) বলেছেন, রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রশংসনীয় যে অর্থ কাব্যের আত্মা বলে নির্ধারিত হয়েছে তা দু প্রকার — (১) বাচ্য ও (২) প্রতীয়মান।

(চ) এখানে বাচ্য অর্থও কাব্য বলায়, নিজের বচনের সঙ্গে বিরোধ হেতু খণ্ডিত হয়েছে। ‘কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ’ বলতে ব্যঙ্গ্য অর্থই ধ্বনি, বাচ্য অর্থ ধ্বনি নয়।

তৎ কিং পুনঃ কাব্যম্? ইত্যুচ্যতে — (ছ)

বঙ্গার্থ ঃ (ছ) তাহলে কাব্য কি? (অর্থাৎ কাব্যের লক্ষণ কি?) বলা হচ্ছে —

কাব্যলক্ষণম্ —

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্ । ৩।

রসস্বরূপং নিরূপয়িষ্যামঃ। রস এবাত্মা সাররূপতয়া জীবনাধায়কো যস্য তেন বিনা তস্য কাব্যত্বানঙ্গীকারাৎ। ‘রস্যতে ইতি রস’ ইতি ব্যুৎপত্তিযোগাদ্ ভাবতদাভাসাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। (জ)

বঙ্গার্থ ঃ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। ৩।

(জ) (তৃতীয় পরিচ্ছেদে) রসের স্বরূপ নিরূপণ করব। রসাত্মক এই শব্দ দ্বারা বুঝান হয়েছে যে, রসই আত্মা। রসই একমাত্র কাব্যের জীবন, রসপূর্ণ প্রবন্ধই কাব্য, রসহীন প্রবন্ধ কাব্য নয়। "রস্যতে আস্বাদ্যতে" অর্থাৎ — যার আস্বাদ নেওয়া যায় এই অর্থে আস্বাদযোগ্যই রস বলে অভিহিত হয়। ব্যুৎপত্তি দৃষ্টে রস, রসাভাস ও ভাব কাব্যের জীবন বলে পাওয়া গেল।

তত্র রসো যথাঃ—

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ
র্নিদ্রাব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্বর্ণ্য পত্যুর্মুখম।
বিশ্রব্ধং পরিচুম্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েন হসতা বালা চিরং চুম্বিতা ॥ (ঝ)

অত্র হি সম্ভোগশৃঙ্গারাখ্যো রসঃ।

REFERENCE :

1. BANDYOPADHYAY ASHOKE, SAHITYADARPANA(1-3),
SADESH,KOLKATA, 1411.

ACKNOWLEDGMENT :

This pdf is made for educational purpose of students and photo copies collected from the book of Sahityadarpana edited by Ashok Kumar Bandyopadhyay. Students are benefited by this pdf. We are thankful to the editor.

Debraj Mondal
Dept. of Sanskrit
Dinabandhu Mahavidyalaya, Bongaon